ভূমিকা

বর্ত্তমানে নাটক নিয়ে যেরকম চর্চা পৃথিবীর দেশ-বিদেশে চলছে, তাতে যেমন আঙ্গিক, মঞ্চ, আবহ ইত্যাদি নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তেমনি দেখা যাচ্ছে বিষয়েরও অভিনবত্ব। নারী সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে সাহিত্যে নারী চেতনাবাদের ধারণা যখন ক্রমপ্রসারিত হয়ে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতি ও নারীপ্রগতি যেহেতু হাত ধরাধরি করে চলে সুতরাং একথা বলা যেতে পারে নারীর সামাজিক অবস্থানই সভ্যতার মূল্য নিরূপিত করে। বাংলার নাট্যচর্চা খুব বেশী হলে দু'শ বছরের। এই পর্বের একেবারে শুরুতে সমাজের যে ক্ষেত্রগুলি সংস্কারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নারীর জীবনাধিকার বিস্তার তার মধ্যে অন্যতম। নাটকেও স্বভাবতই সেই প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। নাট্যকারেরা বাস্তবজীবন সমস্যাকে রূপ দিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টা আবার সাম্প্রতিক কালের নাটকেও দেখতে পাওয়া যায়, যেমন অপরাজিতা, নাথবতী অনাথবৎ, পাগলাঘোড়া, অন্ধগলি ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমশ নারীসমস্যার ধরণ পাল্টেছে; কেবলমাত্র বেঁচে থাকার অধিকার নয়, ব্যক্তি হিসেবে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাটকেও উঠে আসতে শুরু করেছে। নারী সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা প্রশ্নের মুখে পড়েছে, উঠে আসছে নূতন নারী। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই কীভাবে নাটকে নারীসত্তা নির্মাণ করছে তাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই কাজে আমরা তত্ত্ব হিসেবে নারী চেতনাবাদী সাহিত্য সমালোচনা রীতিকে গ্রহণ করেছি। বস্তু হিসাবে বাংলা নাটকের মধ্যে তার অন্বেষণ করেছি।

এই অন্বেষণ প্রক্রিয়া আমরা সাতটি অধ্যায়ে সম্পন্ন করেছি। প্রথম অধ্যায় — 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারী চেতনাবাদের উদ্ভব'। নারীমুক্তি আন্দোলনের গর্ভেই নারী চেতনাবাদের জন্ম, একথা বললে অত্যুক্তি হয়না। এই অধ্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এই নারী আন্দোলনের পেছনে যে তত্ত্ব ও ধারণাগুলি সক্রিয় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় — 'নারীসত্তা নির্মাণে বিভিন্ন নারী চেতনাবাদী তত্ত্বের ভূমিকা' — অধ্যায়টি তত্ত্বমূলক।

তৃতীয় অধ্যায় — 'নারী চেতনাবাদী সাহিত্য সমালোচনা রীতি'। এই রীতির স্বরূপ সন্ধান ও বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় — 'নারী চেতনাবাদী নাটক'। ষাটের দশকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় Feminist Drama বলে এক স্বতন্ত্র নারীবাদী নাট্যধারা গড়ে ওঠে। সেই নাট্যধারার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি নির্মাণে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে কিছু ইংরেজী প্রবন্ধের উপর।

পঞ্চম অধ্যায় — 'বাংলা নাটকে নারীসত্তার ক্রম-উন্মোচন'। এই অধ্যায়ে বাংলা নাটকে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই বা নারীসত্তা নির্মাণ কীভাবে ঘটেছে, তার অনুসন্ধান করা হয়েছে মূলতঃ নারী চেতনাবাদী সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্বের আলোকে। এই অধ্যায়কে আমরা মূলতঃ দুটি পর্বে ভাগ করেছি — প্রথম পর্বটি রাম নারায়ণ তর্করত্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত, দ্বিতীয় পর্বটি ১৯৫০ থেকে সাম্প্রতিক কালের অভিনীত গ্রুপ থিয়েটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ষষ্ঠ অধ্যায় — 'মঞ্চের নারী ঃ সামাজিক প্রতিকূলতার এক জীবন্ত দলিল।' মঞ্চের নারীদের প্রতিকূলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে বলে আমরা মনে করি, তাই এ অধ্যায়ে অতীত থেকে বর্তমানের কয়েকজন অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার ও জীবনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাদের মঞ্চে টিকে থাকার লড়াইকে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার — এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় আমরা যে যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছি ও সেখান থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তা আলোচিত হয়েছে।